কুসুমের মাস

BANGLADARSHAN.COM

অজিত দত্ত

কুসুমের মাস

তুমি ফুল ভালোবাসো? লাল ফুল? চোখে যাহা লাগে?
কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত?
তুমি ভালোবাসো ফুল? শেফালিকা সৌরভ-আনত?
যে-ফুল ঝরিয়া পড়ে ক্ষীণাঙ্গুলে স্পর্শিবার আগে?
আননে লেগেছে তব কেতকীর সৌরভ-দুকূল?
হৃদয়ে কি বাজিয়াছে প্রগল্‌ভা হেনার উচ্চহাসি?
তুমি ভালোবাসো ফুল? কদম্ব সে বরষা-বিলাসী?
অথবা কুণ্ঠিতা কন্যা অতসীর কোমল মুকুল?

আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম-বিতানে।
বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ।
লঘুপদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিঃশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাস্তব্ধ রাতের বাতাস॥

BANGLADARSHAN.COM

৩০ নবেম্বর ১৯২৮

দুর্লভ রাত্রি

এখন বাহিরে চলো। পাতাগুলি হাওয়ায় চঞ্চল
যেখানে, সেখানে চলো। মেঘে আজ হারায়েছে শশী।
চলো যাই বাগানের পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি,
বাতাসে উড়ুক্ চুল এলোমেলো, উড়ুক্ আঁচল।
তোমার চোখের ’পরে আঁধার করিবে ছলছল্,
তোমার চোখের মতো উছলিবে কাজল-সরসী,
তোমার পায়ের শব্দে কালো জলে উঠিবে হরষি’,
জোনাকির ছায়াগুলি পরীদের মতো অবিকল।

বাহিরে চাহিয়া দ্যাখো। আজ রাত্রি চমৎকার! নয়?
হয়তো এমন রাত্রি এ-জীবনে আসিবে না আর।
জানুক্ সকল লোকে, এতটুকু করি না কেয়ার,
কত ভালো লাগে আর ঔদাস্যের মিথ্যা অভিনয়!
নিঃঝুম নিশীথ এই জীবনের দুর্লভ সময়,
কুসুমিত অবকাশ দু’জনার কাছে আসিবার॥

BANGLADARSHAN.COM

২৮ জানুয়ারি ১৯৩০

একটি স্বপ্ন

তুমি এলে এতদূর! এতদূর এসেছো কখন?
কেমনে চিনিলে পথ রন্ধ্রহীন এমন অমায়?
ভাবিতেছিলাম আমি এতক্ষণ কেবল তোমায়।
তোমারেই ভাবি রোজ একা-একা থাকি যতক্ষণ।
খুলে রেখে আসিয়াছ দু'হাতের মুখর কাঁকন?
এমন ছায়ার মতো আসিতে কি হয় নিরালায়!
এখনি ফিরিতে হবে? এলে শুধু দেখিতে আমায়?
এলে যদি এতদূর এ তোমার খেয়াল কেমন!

কথা রাখো, আজ আর এ-আঁধারে যেয়োনাকো ফিরে।
তুমি আজ ক্লান্ত বড়ো, বেশি কথা না-ই কহিলাম।
তবু তুমি যেয়োনাকো, এখানেই করো-না বিশ্রাম!
এমন নিঃঝুম রাত্রে যায় কেউ ঘরের বাহিরে?
একটুকু বসো আর; দেখিছ না ঘরের তিমিরে
তোমার কেশের গন্ধে ভাসিছে কী গভীর আরাম!

BANGLADARSHAN.COM

৩০ জানুয়ারি ১৯৩০

স্বপ্ন

কাল যে দেখেছি স্বপ্ন, অপরূপ! শুনিবে সে-কথা?
অপূর্ব কাহিনী সেই, চুপে-চুপে কহিব তোমায়!
সবাই ঘুমালে পরে এসো হেথা টিপি-টিপি পায়;
চঞ্চল কঙ্কণ-শব্দে ভেঙো না রাত্রির নীরবতা।
লতারে দেখেছি স্বপ্ন? পাগল! সে হ'তে পারে লতা?
যাহারে দেখেছি কাল, কানে কানে শোনো যদি তায়,
তা হ'লে খুশিই হবে। এসো কিন্তু গভীর নিশায়
অঞ্চল সংযত করি', আশঙ্কায় মৃদু-অবনতা।

দ্যাখো, দ্যাখো! মেঘ-ভারে দিবালোক হয়েছে মেদুর,
তরল তন্দ্রার মতো গৃহ মোর হয়েছে আঁধারে।
কখন্ আসিবে তুমি? রজনী, সে আরো কতদূর!
এ মোর ভোরের স্বপ্ন—এ কি কভু মিথ্যা হ'তে পারে?
ফুলের স্পর্শের মতো নয়নে যা লেগেছে মধুর,
তুমি ছাড়া হেন স্বপ্ন বলো আর কহিব কাহারে?

BANGLADARSHAN.COM

মার্চ ১৯২৯

গুরুজনদের মাঝে

গুরুজনদের মাঝে কথা কহিবার অছিলায়
কহিলাম, ‘এক গ্লাস জল দেবে? পেয়েছে পিপাসা।’
যারে কহিলাম সে-ই বুঝিল কেবল মোর ভাষা,
তবু তার গাল দু’টি লাল হয়ে উঠিল লজ্জায়।
বোকা মেয়ে! জানে না তো গুরুজন-লোকের সভায়
কী ক’রে লুকাতে হয় হৃদয়ের এত ভালোবাসা।
যে-রক্তিম প্রেমে ওর পরিপূর্ণ প্রাণের বিপাশা,
একটি ঝলক্ তারি লেগেছে গালের কিনারায়।

ঘোর রাতে কতদিন করেছি তো অনেক আদর,
নিরালায়, চুপে-চুপে। কত চুমা খেয়েছি কপালে,
কম্পিত চোখের ’পরে; কত বার কত যে খেয়ালে
কত ভাবে দেখেছি তো নিটোল, নিখুঁত রূপ ওর।
তবু এই লাজটুকু লাগিল কী অদ্ভুত সুন্দর,
গুরুজনদের মাঝে আলো-ভরা প্রকাশ্য বিকালে॥

BANGLADARSHAN.COM

১৯২৯

আকাঙ্ক্ষা

নাহি জানি তথাগত বুদ্ধের বচন সত্য কিনা–
পুনরায় জন্মলাভ আছে কিনা অদৃষ্টে আমার;
চার্বাকের তিক্ত বাণী, ‘ভস্মীভূত এ-দেহের আর
পুনরাগমন নাই’ সত্য কিনা সে-কথা জানি না।
এ-জীবন কাটে যদি অর্থ যশ কিম্বা মান বিনা,
তাহাদের তরে আমি জন্মলাভ চাহি না আবার,
নতুন বস্ত্রের মতো নব দেহ লয়ে বারম্বার
মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করি’ পৃথিবীতে আসিতে চাহি না।

আমি শুধু এ-জীবনে আহরিতে চাই প্রাণ ভ’রে
তোমার সুন্দর প্রেম, তোমার সিন্ধুর মতো স্নেহ;
কাব্যে আহরিতে চাই সেই কথা, যাহা আর কেহ
কভু কহে নাই (অন্যে তব কথা জানিবে কী ক’রে?)
এ-জীবনে তুমি থাকো–তারপর মরণের পরে
মোর কাব্যে অনশ্বর হয়ে থাক্ এ-জন্মের দেহ॥

BANGLADARSHAN.COM

৫ জানুয়ারি ১৯৩০

নাস্তিক

ঈশ্বর মানি না আমি, মানি শুধু মনের আদেশ;
অস্তিত্ব-বিহীন সেই আস্তিকের মস্তিষ্ক-নিবাসী
মোর বিভীষিকা নহে। আমি নহি দাসত্ব-বিলাসী
জীবনেরে জানি আমি মরণের পাত্র-অবশেষ।
সত্য, আমি স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল; কোমলতা-লেশ
নাহি মোর; সত্য, আমি নাস্তিক দাম্ভিক তিক্তভাষী।
মানুষের মূর্খতায় বিদ্রূপে হাসিতে ভালোবাসি,
উপহাসি হৃদয়ের অর্থহীন বিষণ্ণ আবেশ।

তবু যবে ফিরে আসি সন্ধ্যা যাপি' তোমার সকাশে,
অন্যমনে সত্তাহীন ঈশ্বরের দেই ধন্যবাদ।
বিদ্রূপ-প্রদীপ্ত চোখে ভালো লাগে অশ্রুর আস্বাদ;
অকস্মাৎ মনে হয়, পৃথিবীর অপূর্ব আকাশে
প্রেম ছাড়া কিছু নাই; সেদিন নিশীথ-রাত্রে আসে
আমার কঠিন প্রাণে সুশীতল মধুর বিষাদ॥

BANGLADARSHAN.COM

১৯২৯

প্যারাডাইজ্ লস্ট্

একদিন স্বর্গ হ'তে নামিলাম পাখা ভর করি'
মর্ত্যলোকে—কী বিচিত্র পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মিছিল!
অবাক বিস্ময়ে আমি দেখিলাম আকাশের চিল,
দেব-নেত্র বিস্ফারিয়া দেখিলাম সিন্ধুর লহরী।
দেখিলাম পৃথিবীর লাল ফুল, কালো বিভাবরী,
সবুজ গাছের পাতা, আকাশের সুগভীর নীল,
অন্তহীন জনস্রোত। দেখিলাম, সমস্ত নিখিল
চলেছে অস্থির-পদে অপূর্ব বিচিত্র বেশ পরি।

অকস্মাৎ জাদুমন্ত্রে সে-মিছিল স্তব্ধ করি দিয়া
গৌরবে রানির মতো, মহীয়সী, তুমি এলে ধীরে;
মুগ্ধনেত্রে চাহিলাম। তোমার দু'চোখের তিমিরে
লোষ্ট্র-সম সপ্তস্বর্গ ডুবে গেল মুহূর্ত কাঁপিয়া;
পুণ্য-দেহ হতে মোর শুভ্র পাখা পড়িল খসিয়া,
নিভে গেল দেবত্বের জ্যোতিশ্চক্র দীপ্তানন ঘিরে॥

BANGLADARSHAN.COM

১৯২৮

জ্বরে

যখন এ-পৃথিবীর নিঃসঙ্গতা করি অনুভব
তখন পরীর মতো লঘুদেহে বায়ু ভর করি’;
তুমি আসো মোর পাশে নিশীথের ছায়া-পথ ধরি’,
তুমি ছাড়া অর্থহীন জীবনের লক্ষ কলরব।
সহস্র-বান্ধব মাঝে তুমি মোর একান্ত বান্ধব,
নিদ্রা-রূপে তুমি মোর সাথে থাকো সুদীর্ঘ শর্বরী,
ফুলের গন্ধের মতো তুমি আছ সারা মন ভরি,
তথাপি জীবনে তুমি ঈশ্বরের মতন দুর্লভ।

আজ তুমি এসো কাছে দেবত্বের অপার দয়ায়!
দ্যাখো আজ কেহ নাই স্নিগ্ধ হাত মাথায় রাখিতে,
দু’দণ্ড বসিবে কাছে এমন কে আছে পৃথিবীতে?
তোমার মতন দেবী, দয়াময়ী জগতে কোথায়?
অসুখ-জর্জর দেহ, ঘুম নাই চোখের পাতায়,
একবার এসো কাছে আজি এই বিস্বাদ নিশীথে॥

BANGLADARSHAN.COM

১৯২৮

বার্তা

আমার জগৎময় তুমি ছাড়া কিছু নাই আর,
মূর্ছার মতন তুমি মনোহর আমার নয়নে,
তোমার অঞ্চলভঙ্গে মৃদুগতি তোমার চরণে
আনন্দে শিহরি ওঠে পদতলে পৃথিবী আমার।
অমার বর্ষণ সম তোমার সুদীর্ঘ কেশভার
ধরিত্রী বিলুপ্ত করি' নামিয়াছে আমার ভুবনে–
কেবল একটি কথা মনে আজ বাজে গুঞ্জরণে,
তুমি ছাড়া এ জীবনে দুঃখের নাহিক মোর পার।

এ-কথা কহিব আমি লক্ষবার আকাশের কানে,
এ-কথা ছড়ায়ে দিব আজ রাত্রে প্রত্যেক তারায়,
বাতাসে ভাসাব আমি এই সত্য সমস্ত ধরায়;
এ-কথা পাঠাব দূর স্বর্গ আর পাতালের পানে,
পৃথিবী নক্ষত্র স্বর্গ আজ রাত্রে সব যেন জানে
যে-কথা নিভৃতে বসি তোমারে কহিতে প্রাণ চায়॥

BANGLADARSHAN.COM

১৯৩০

এলিজি

আমি ডাকিলাম তারে নিশান্তের হাওয়ার ভাষায়,
চমকিয়া চাহিল সে মোর পানে শুধু একবার;
তারপর ধীরে-ধীরে আঁখি নত করিল আবার,
শঙ্কিতা কুমারী যথা প্রত্যাসন্ন বিবাহ-নিশায়।
সন্ধ্যার সিন্দূর আঁকা দেখি তার সুন্দর সিঁথায়–
মূর্খ আমি–তবু, হায়, বুঝি নাই ইঙ্গিত তাহার;
আবার ডাকিনু যবে, বাঁকাইয়া লঘুদেহভার
চাহিল সে মোর পানে আধো-স্নেহে আধো-ভর্ৎসনায়।

ধীরে ধীরে ঋজুদেহা দাঁড়াইল উঠি' তারপর,
গৌরবে রানির মতো, মহিমায় দেবীর মতন।
কহিল সে, 'বধূ আমি', তারপর করিল বরণ
অকলঙ্ক মরণেরে–অপূর্ব সে মৃত্যু-স্বয়ম্ভর!
সে আজ কোথাও নাই। শূন্য গৃহ, অরণ্য, প্রান্তর,
তাহারে দেখিছে আজ একমাত্র মহান্ মরণ॥

BANGLADARSHAN.COM

১ মে ১৯৩০

শরৎ

আজিকে শরৎ বুঝি? তাই আজ আকাশ সুনীল,
বাতাস মধুর। তাই মর্ম মোর হয়েছে উন্মনা।
নিঃশেষে মুছিয়া নিল মোর সব মধুর কল্পনা
পিঙ্গল পালকপুটে আকাশ-বিহারী শঙ্খচিল।
আজ শুধু নীলাকাশ আর স্নিগ্ধ শারদী অনিল
আছে যেন; আমি নাই, নাই কোনো সুদূর বেদনা;
নয়ন-পল্লবে নাই সুশীতল অশ্রু এক কণা;
আজি যে শরৎ, তাই মন বুঝি হয়েছে শিথিল।

আমি যারে ভালোবাসি সে যদি থাকিত আজ পাশে,
তা হ'লে চাহিত সে-ও শরতের দূর নীলিমায়,
আজিকার নভোব্যাপী নীলিমার প্রগাঢ় মায়ায়
দুলিয়া মিশিয়া যেত তারো মন শুভ্রশীর্ষ কাশে।
তা হলে বসিয়া দোঁহে উদাসীন দু'জনার পাশে
ভুঞ্জিতাম একসাথে শান্ত মৃত্যু শারদ-ছায়ায়॥

BANGLADARSHAN.COM

৭ অক্টোবর ১৯২৮

জীবনে বৈচিত্র্য নাই

জীবনে বৈচিত্র্য নাই, বৈরাগ্যে ভরেছে মোর হিয়া
সোয়াস্তি লাগিছে তিক্ত, ক্লান্ত মর্ম হয়েছে উদাস।
নীলিমায় আঁখি মোর হয়েছে প্রহত। বারোমাস
শান্তির মরণ ভুঞ্জি' সাধ গেছে উঠিতে বাঁচিয়া।
তুমি কি কহিতে পারো সে-অদ্রির পথের বারতা
যেখানে তুষার-মরু, ফুল যেথা কভু নাহি ফোটে?
অথবা যেথায় মহা-আকাশের বিশাল তুলোটে
আঁধার অক্ষরে লেখা মৃত্যুর ভীষণ রূপকথা?

অথবা সেথায় চলো মোর সাথে—যেথায় অরোরা
বর্ণের আলিম্প আঁকে বিজন ভীষণ মেরু-শিরে,
অথবা বাদাম ফলে যেথা রক্ত-সাগরের তীরে,
ছায়ায় ঘুমায়ে থাকে চিক্কণ-চিত্রিতা বিষধরা
আর বিচিত্রিতা চিতা; ব্যর্থপ্রেমে যেথা তীক্ষ্ণ ছোরা
প্রিয়ের বুকের রক্তে লাল হয়, সেথা চলো ফিরে॥

BANGLADARSHAN.COM

মার্চ ১৯২৯

প্রার্থনা

জীবন জীবন-হীন, রুদ্ধ প্রাণ, অবরুদ্ধ আশা,
বর্ণহীন দ্যুতিহীন দিনগুলি বিরস মলিন,
এই মৃত্যু, হে ঈশ্বর, আর কত? আর কতদিন?
আর কত দীর্ঘ দণ্ড হেন তিক্ত মুক্তির পিপাসা?
নির্জীব সুখের তরে উঞ্ছবৃত্তি, শান্ত ভালোবাসা,
আলস্য-নিষ্ফল চিত্ত, প্রাণ-পন্থা বৈচিত্র্যবিহীন,
হেন পুষ্প-কারাগারে আর কত রুধিয়া কঠিন
খেলিবে আমার সনে তুচ্ছ পণে জীবনের পাশা?

কৈশোরে দেখেছি স্বপ্নে যে-বিচিত্র বিস্তীর্ণ ধরারে;
সিন্ধুতলে মৎস্যকন্যা, গিরিশিরে গন্ধর্ব-নগরী,
সে-বিশ্ব ফিরায়ে দাও! রেখো না আমারে রুদ্ধ করি'
দাসত্বসঙ্কীর্ণনেত্র মূঢ়তার কৌতুক-আগারে।
নয়নে ফোটে না তারা মেঘকৃষ্ণ বন্ধ্যা অন্ধকারে,
উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া সঙ্গীত আসে না কণ্ঠ ভরি॥

BANGLADARSHAN.COM

১৯২৯

শুভক্ষণ

আজিকে কবিতা-রসে চিত্ত মোর হয়েছে মন্থর,
মধুপূর্ণ মধুচক্র-সম সেই রসে ভরপূর,
অধরে লেগেছে যেন একবিন্দু সুরভি কর্পূর–
মুহূর্তেক মধুগন্ধা, স্বাদহীন তিক্ত তারপর।
অকরুণ শুষ্ক চিত্ত আজি যেন নবজলধর,
চিতায় জ্বলিল কিবা বিধবার সিঁথির সিন্দূর;
এখন লাগিছে ভালো ম্লান জ্যোতি শিশির বিন্দুর
চন্দ্রালোকে বিচ্ছুরিত–এই দণ্ডে পৃথিবী সুন্দর।

এখন আসিতে যদি মোর পাশে সশঙ্ক লজ্জায়
লঘুপদে নতনেত্রে, অয়ি মৃতা স্পর্শলোকাতীতা,
তা হ'লে মুঠিতে বাঁধি' তব হিম ক্ষুদ্র কম-পাণি
উচ্চারিতে পারিতাম সেই মোর অনবদ্য বাণী
এই ক্ষণে মনে-মনে রচিনু যে-মধুর কবিতা
তোমারে স্মরণ করি' অপরূপ রুচির ভাষায়॥

BANGLADARSHAN.COM

২২ ডিসেম্বর ১৯২৮

কবিতা

যথা যবে মুগ্ধা মাতা নত হয় শিশুর আননে,
অঞ্চল খসিয়া পড়ে, ব্যগ্র ওষ্ঠ বিস্রস্ত অলক,
তেমনি আমার মনে কবিতার নবীন জাতক
সমস্ত সত্তারে মোর মুগ্ধ মত্ত করিছে এ-ক্ষণে।
আত্মহারা চিত্ত এ-কী খেলা খেলে কবিতার সনে,
আপন সৃষ্টির রূপ আপনিই দ্যাখে নিস্পলক,
হৃদয়ে উদ্ভাসি' ওঠে কী-অপূর্ব আনন্দ ঝলক্
জীবনের সখ্য ভেদ যুদ্ধ-শান্তি পড়েনাক মনে।

দুর্গম পথের পান্থ যথা ক্লিষ্ট দেহ কোনোমতে
উষ্ণ-পান্থশালা মাঝে শয্যাতলে একান্তে এলায়ে
অর্ধেক তন্দ্রায় ভুঞ্জে সত্তাব্যাপী গভীর আরাম,
তথা দিবসের কর্ম-পরিক্লান্ত মলিন জগতে
প্রাণ যাপি', এ-মুহূর্তে আত্মামাঝে নিজেরে মিলায়ে
মনের উষ্ণতা স্পর্শে এ-আনন্দ আমি লভিলাম॥

BANGLADARSHAN.COM

২৭ জানুয়ারি ১৯২৯

ছায়াসঙ্গিনী

আজি অবকাশ নাই, তবুও কর্মের রুদ্ধদ্বার
তোমার মাধুরীস্রোত পারিল না রাখিতে রুধিয়া।
অকস্মাৎ কোথা হতে মনের দর্পণ উদ্ভাসিয়া,
তোমার স্মৃতির আলো কর্মতপ ভাঙিল আমার।
দাঁড়াও ক্ষণেক তবে—যতক্ষণ গুরু কর্মভার
অবকাশে লঘু হয়ে চিত্ত হ'তে না পড়ে খসিয়া—
যতক্ষণ তব স্মৃতি একান্ত আত্মার অর্ঘ্য দিয়া
না পারি ধরিতে, ততক্ষণ থাকো আড়ালে হিয়ার।

থাকো তুমি সূর্যতপ্ত যেন কোনো মধ্যাহ্ন আকাশে
কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ—স্নিগ্ধজ্যোতি আভাসে মলিন,
থাকো—যেন পূজাবাদ্যে ঝঙ্কারিত বায়ুস্রোতে ক্ষীণ
শিশুর কাকলীধ্বনি মধুস্রাবী, আসে কি না আসে।
কবি যবে কাব্য রচে কবিপ্রিয়া যথা তার পাশে
নীরবে মাধুর্য বহে, থাকো তথা সত্তায় বিলীন॥

BANGLADARSHAN.COM

২৭ জানুয়ারি ১৯২৯

প্রেম

মা-র কোলে মাথা রাখি নিরুদ্বেগ রাজশিশু-প্রায়,
যদি মরণের কোলে ঘুমাইয়া পড়ি ধীরে ধীরে,
ফুল ফল নীলাকাশ সব যদি ঘুমের তিমিরে
হয়ে যায় একাকার—সে কী মুক্তি! কী প্রশান্তি তায়!
পত্রের মর্মর আর ভ্রমরের গুঞ্জন যেথায়
সব শব্দ লুপ্ত হয়, সেই দূর মহাসিন্ধু-তীরে
বাতাসে চরণ ফেলি' একদিন যাই যদি ফিরে,
শেফালি-সুগন্ধি, কুহু-ঝঙ্কারিত মধুর নিশায়।

শুধু যদি পৃথিবীতে ফেলে রেখে যেতে নাহি হোত
শীতল হাতের স্পর্শ, এলায়িত চুলের সুবাস,
শিথান-কোমল বুক, কালো আঁখি অশ্রু-ভারানত,
সুন্দর সিন্দূর-বিন্দু, মুখ-পরে কবোষ্ণ নিঃশ্বাস।
যদি প্রেম নাহি হোত লক্ষ-লক্ষ পৃথিবীর মতো—
যদি প্রেম নাহি হোত তারা-ভরা সহস্র আকাশ!

BANGLADARSHAN.COM

ডিসেম্বর ১৯২৯

সে-খোঁজে কী কাজ

কাহার তমসা-ঘন নয়নের স্নেহের সিঞ্চনে
আমার অন্তর-বনে ফুটিল এ কবিতা-মুকুল–
সে-খোঁজে কী কাজ, বন্ধু? তোমাদের অবসর-ক্ষণে
যদি তারে লাগে ভালো, সেই সত্য আর সবি ভুল।
শরতের শেফালিকা যদি ফোটে তোমার কাননে
কোন্ নীহারিকা হতে নীহারাশ্রু তারে জন্ম দিল–
সে-খোঁজে কী কাজ?

আমার জীবন যদি তোমাদের সুন্দর নয়নে
দিয়ে যায় কোনোদিন আনন্দের দীপ্তরেখা আঁকি',
তাহারে গ্রহণ কোরো ফুল্লমুখে, শুধায়ো না মনে
সে-আনন্দ জোগায়েছে জীবনের কত বড় ফাঁকি।
তোমার প্রিয়ার শুভ্র বাহু-ঘেরা সোনার কঙ্কনে
তাহারে মানালে ভালো, কত বহ্নি দহিল সে সোনা–
সে-খোঁজে কী কাজ?

BANGLADARSHAN.COM

১৮ নভেম্বর ১৯২৭

আমি কি লুপ্ত হব

যে-পোকার পাখা তোমার কপালে পরায় টিপের ফোঁটা,
তব পীতবাস রাঙিয়াছে যত ঝরা-শেফালির বোঁটা,
যত ছোট কীট জীবন-লোহিতে পরালো আল্‌তা তব,
তাদের মতন তোমার মনে কি আমিও লুপ্ত হবো?

তোমার শিহরে শিহরি' শিহরি' যত শিখা হ'ল ছাই
সে-ভস্মশেষ কোনো কোণে কি গো কিছুই পড়িয়া নাই?
সে কি নিশি-শেষে শুধু তব শ্লথ চরণ-ধূলিতে মিশে,
আল্‌তায় রাঙি' উদাস বাতাসে ভেসে যাবে দিশে-দিশে?

ফাল্গুনে তব দীপ্ত আঁখিতে ফেলিবে কি আর ছায়া
বরষার স্রোতে ভেসে-যাওয়া শত মৃত জোনাকির মায়া?
সুখতন্দ্রার মধুর স্বপ্নে কখনো ফুটিবে না কি
তোমারি লাগিয়া বিভাবরী-জাগা কোনো সকরুণ আঁখি?

সাগরের বুকে আকাশ-আঁখির অশ্রুবিন্দু যত
ঝিনুক ঝাঁপিতে ঝলে না কি তারা সাঁঝের তারার মতো?

BANGLADARSHAN.COM

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

জরাস্বপ্ন

এই যেন সত্য হয়, একদিন তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু—জরাশ্লথ, দুর্বল, পাণ্ডুর,
নিষ্প্রভ নয়ন মেলি' অর্ধস্ফুট, কম্পিত ভাষায়
উচ্চারিতে পারি যেন সমকণ্ঠে 'আজো ভালোবাসি।'

এ-দেহ কুৎসিত হবে, আকুঞ্চিত কপাল কপোল,
বিস্বাদ অধর ওষ্ঠ, ন্যুব্জ দেহ, তরল-তারকা,
যৌবন ঝরিয়া যাবে, শুধু যেন থাকে যৌবনের
একমাত্র অবশিষ্ট এই কথা—'আজো ভালোবাসি।'

২ ডিসেম্বর ১৯২৮

BANGLADARSHAN.COM

মালতী ঘুমায়

বৈশাখী হাওয়ার বেগে তারাগুলি কাঁপিতেছে
ক্ষীণ-শিখা প্রদীপের মতো,
—এখন বাহিরে রাত কত?
নিশীথের হাওয়া আজ আফিমের নেশার মতন,
(মালতীর চুলগুলি চোখের পলকে চুমা খায়),
বাতাসে আসিছে ভেসে দূর হতে অস্পষ্ট গুঞ্জন,
(ঘুম এসে নয়নে জড়ায়)।
পত্রের মর্মর আর শোনা যায় বাতাসের স্বর,
নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে ক্ষুদ্র তারা, ক্ষীণায়ু প্রহর।
(ঘুম কি ভাঙিয়া যাবে কপালে রাখিলে হিম হাত?)
—এখন বাহিরে কত রাত?
একরাশ কালোচুল উতরোল এ-বাতাসে
একেবারে হ'ল এলোমেলো;
—এবার বৈশাখী ঝড় এলো!
কাঁপিছে দালান কোঠা সমুদ্রের জাহাজের মতো,
(বাতাস সরায়ে দিলো লঘু হাতে বুকের আঁচল)
এখনি ঝাপটে ছিঁড়ে উড়িয়া পড়িবে তারা যত।
(শুভ্র বাহু, পাটল কপোল)।
বাতাসে আসিছে ভেসে জল-কণা ঘরের ভিতরে,
সমস্ত আকাশ এসে জানালার কাছে ভিড় করে।
(নেমেছে চুমার মতো ঘুম ওর পলকের 'পর)
—এল কাল-বৈশাখীর ঝড়!

ঘুমন্ত দৈত্যের পুরী অকালে জেগেছে আজ,
রক্ষা নাই, নাই আর গতি,
(জেগে যেন ওঠে না মালতী!)
পাতালের যত নাগ আকাশে মেলিছে লক্ষ ফণা,
(সাবধানে সবগুলি জানালা দিয়েছে বন্ধ ক'রে),
এ কী হুলুস্থুল কাণ্ড! আকাশে যে গ্রহ রহিল না!

BANGLADARSHAN.COM

(আমি আছি বসিয়া শিয়রে)।
লক্ষ দৈত্য ব্রহ্মাণ্ডেরে ছিঁড়িয়া ফেলিছে কুটি-কুটি,
তুলিয়া ধরেছে তারা বিদ্যুতের মশাল দেউটি;
আমি জানি, কার খোঁজে নাগদৈত্য ছুটিতেছে রাগে
(ভয়, যেন মালতী না জাগে)।

ওই শোনো দুড়্ দুড়্ লক্ষকোটি নাগদৈত্য
ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইছে ত্রাসে,
—মত্ত ঝড় শ্রান্ত হয়ে আসে।
শাখার উন্মাদ নৃত্য ধীরে-ধীরে হয়েছে মন্থর,
(বিদ্যুৎ গিয়েছে ছুঁয়ে মালতীরে কম্পিত চুমায়),
ঝাপটে ঝরিছে পাতা, স্বচ্ছ হয়ে আসে দিগন্তর,
(অপরূপ! মালতী ঘুমায়)।
শঙ্কিত ডানার নিচে পৃথিবীরে লুকাইয়া কোলে
আশঙ্কায় কাঁপে রাত্রি, দু'টি তারা ভয়ে আঁখি খোলে
(স্বপ্নে উঠিয়াছে কেঁপে মালতীর আরক্ত অধর)
—শ্রান্ত হয়ে এল মত্ত ঝড়।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘমুক্ত স্বচ্ছাকাশে তারাগুলি ফুটিতেছে
শুভ্রদল শেফালির মতো
—এখন বাহিরে রাত কত?
দেবতা নিক্ষেপি' বজ্র তাড়ায়েছে অমঙ্গল যত,
(পৃথিবী হয়েছে হিম মালতীর ঘুমের লাগিয়া)।
এলায়ে পড়েছে রাত্রি নিদ্রাক্লান্তা মালতীর মতো,
(আমি আজ থাকিব জাগিয়া)।
ঘুমায় দূরের বন, ঘুমে ঝরে কুসুমের জল,
ঘুমায় পাথার-পুরী, ঘুমাইছে ক্লান্ত দৈত্যদল,
(জাগিয়া উঠিবে না তো ধরি যদি ওর দু'টি হাত?)
—এখন বাহিরে কত রাত?

এপ্রিল ১৯৩০

একটি মেয়ে

আমাকে একটি মেয়ের খবর দিতে পারো?
বলো তো একটি ছোট মিষ্টি মেয়ের কথা,
যে মেয়ের নেইকো রূপের একটু অহঙ্কারো,
মনে যার নেই কোনোরূপ গভীর ক্ষতের ব্যথা,
হাসি যার ঠোঁটের কোণায়, চোখের কালোয় আঁকা,
খুশি যার দেহের লীলায় ফুলের মতো ঝরে,
যে মেয়ে ঝর্না যেন, যায় না ধ'রে রাখা–
এনো তো সেই মেয়েটির খবর দয়া ক'রে।

বৈশাখ ১৩৩৪

BANGLADARSHAN.COM

হিতোপদেশ

শোনো মোর কথা, কবিতা লিখিয়া সময় কোরো না মাটি,
খাতার পাতায় দখিন হাওয়ারে রেখো না বন্ধ ক'রে
চাঁদের আলো-কে কালো অক্ষরে রাখিতে যেয়ো না আঁটি',
ফুলের সুবাস বাতাসে জড়ায়ে উড়ুক যেমন ওড়ে,
যতখন তুমি জ্যোৎস্না এবং ফুলের সুবাস নিয়ে
কবিতা রচিবে, ততখন কোনো কুঞ্জে বসিয়ো গিয়ে।

তারার দীপ্তি মাটির গন্ধ ঘাসের শিশির কণা,
তোমার চোখে ও স্পর্শে যদিও লেগে থাকে খুব ভালো,
যদি সন্ধ্যা ও প্রভাতের আলো করেই অন্যমনা,
তন্ময় ক'রে তোলে যদি কভু খুদে জোনাকির আলো,
তাহ'লে বরং কবিতা রচনা ত্যাগ ক'রে যেয়ো ছুটে
যেখানে তারা ও শিশির-জোনাকি একসাথে আসে জুটে।

BANGLADARSHAN.COM

শরৎ আকাশে নেশা লাগে চোখে, বসন্তে প্রাণ দোলে,
সত্যই যদি এতটা কখনো ক'রে থাকো অনুভব,
যদি ফুল-ফল-তরু-লতা-নদী হৃদয় জাগায়ে তোলে
তবে সারাদিন সারারাত ধ'রে দেখো শুনো সেই সব।
কবিতা লিখিতে তারি মাঝ হ'তে ঘণ্টা কয়েক কাল
কোরো না নষ্ট, উপভোগে আর ডাকিয়ো না জঞ্জাল।

প্রিয়ার স্মৃতিটি তোমার হৃদয়ে গোলাপ কাঁটার ক্ষত
সে-কথা না হয় পাড়ায়-পাড়ায় নাই হ'ল জানাজানি,
প্রিয়ার বচন মনের মরুতে সুধার ধারার মতো,
সে গোপন কথা খাতার পাতায় নাই বা আনিলে টানি',
যতখন তুমি প্রিয়ার কথাটি ছন্দে গাঁথিবে কবি,
ততখন ব'সে মনের মুকুরে দেখিয়ো প্রিয়ার ছবি॥

৪ আশ্বিন ১৩৩৩

ব্যর্থ কবি

আমি নহি সেই জাতি, সকলে পছন্দ করে যারে,
কূপে খণ্ডাকাশ-সম কালো চোখে দেখি নাই ধরা।
আমি নহি সেই কবি, যার স্নিগ্ধ নয়ন-আসারে
ধরণী জুড়াল হিয়া, অশ্রু নহে আমার পসরা।
আমি সে-ভিক্ষুক নহি, প্রেম যার কৃপণের কড়ি,
একদা লভিয়া দয়া তারি স্মৃতি পূজে আমরণ;
সে-দীনতা মোর নহে, যার বশে উঞ্ছবৃত্তি করি'
কণিকা-জোনাকি দিয়া আলোকির আঁধার-স্বপন।

আমি সেই অভিমানী, সঙ্গীরে যে দিয়াছে ফিরায়ে
মুহূর্তের অহঙ্কারে,—ঘৃণ্য কৃপা যে চাহে নি কভু?
সে আমি—হেলায় প্রাণ দিয়েছে যে আকাশে ছড়ায়ে,
মৃত্যু নীল ঊর্ধ্ব হ'তে আয়ুভিক্ষা করে নি যে তবু।
আমি সেই ব্যর্থ কবি, যারে শুধু শুনেছে দেবতা
নীরবে দিগন্তে বসি', আশা-বধূ যেথা অবনতা॥

BANGLADARSHAN.COM

১ ডিসেম্বর ১৯২৮

মানব

হে যাত্রী মানব,
তোমার পথের পাশে বাঁধিয়াছে বাসা তব
ভুলে-যাওয়া জীবনের মৃত্যুহীন শব
তাই আশ্বিনের ভোরে রৌদ্রস্নাত নীলাকাশ
স্বর্ণ-অঙ্গুলিতে
পৃথিবীর জলে-স্থলে যে-আনন্দ আঁকি দেয়
গভীর ইঙ্গিতে,
যে-উদ্দাম মুক্তি মত্ত বাতাসের প্রতিশ্বাসে
ডাকিছে তোমায়
উল্লাসে ছুটিয়া যেতে সেই মায়া-প্রাসাদের
হৈম দরোজায়–
থমকি' দাঁড়াও তুমি আতঙ্কে বিহ্বল-হিয়া
হে ভীত মানব,
তোমার পথের পাশে ক্রূর অট্টহাসি হাসে
তব জীর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন শব॥

হে মুগ্ধ মানব,
তোমারে ঘেরিয়া তব পরিত্যক্ত জীবনের
কৃষ্ণকায় কঙ্কালেরা করে কলরব
বসন্তের স্নিগ্ধবায়ু উচ্ছ্বসি' উলসি' ওঠে
কোকিলের গানে,
ভ্রমরের গুঞ্জরণে সুপ্ত পুষ্প আঁখি মেলে
বিশ্বের উদ্যানে,
ধরিত্রীর উষ্ণশ্বাসে আনন্দ-কম্পন জাগে
আকাশের গায়,
স্বপ্নে-পাওয়া কেশ-গন্ধ মুহূর্তে ছড়ায়ে পড়ে
তারায়-তারায়,

BANGLADARSHAN.COM

তখন শিহরি’ উঠি’ সহসা নয়ন ঢাকো,
শঙ্কিত মানব,
তোমার বক্ষের পাশে দয়াহীন ক্রূর হাস্যে
কৃষ্ণকায় কঙ্কালেরা করে কলরব॥

২৮ মাঘ ১৩৩২

BANGLADARSHAN.COM

রুদ্রলীলা

নৃত্যমত্ত বাসুকীর কম্প্র ফণা'-পরে
ক্ষুদ্র মণিকার প্রায় বিষদগ্ধা ধরণী শিহরে।
ফণার নর্তন-ভঙ্গে উঠিয়াছে তরঙ্গ-পর্বত
দীর্ণ করি' জীর্ণ তরী চূর্ণ করি' ভগ্ন জলরথ;
অরুণের শেষরশ্মি—উন্মাদ সাগর নিল তারে
বাসুকির বিষতপ্ত পাতালের নিদ্রিত কিনারে।
নাগের নিঃশ্বাসে হায়, সবে-পাতা খেলা যায় চুকি'—
উচ্ছ্বসিয়া উল্লসিয়া নৃত্য করে উন্মত্ত বাসুকি।

বাসুকির ফণাশীর্ষে ধরণী সে বিষদীপ্তা নীলা,
মুগ্ধ করে সত্য, তবু দগ্ধ করা—সে-ই তার লীলা।
কালকূট বহ্নিতেজে মহাকাশ দগ্ধ হয়ে যায়
মুক্তি-মরীচিকা-তীর্থ বালুতপ্ত মরুভূমি-প্রায়।
মানবের বক্ষ দোলে সর্পের গরল-বহ্নি তেজে,
দোলে পৃথ্বী বাসুকির ফণাশীর্ষে ক্ষুদ্র মণি সে যে॥

BANGLADARSHAN.COM

মাঘ ১৩৩৩

ছায়া

কাল রাতে একলা আঁধার পথে সহরতলীতে
দেখ্‌লুম অদ্ভুত মেয়ে এক।
সেখানে অশথ ঝোপ নিঃঝুম ছবির মতন,
এতটুকু হাওয়া নেই, জোছনাও ফোটেনি তখন,
দেখ্‌লুম আকাশের ময়লা আলোতে
আব্‌ছা ছায়ার মতো মেয়ে এক।

যদিও বাতাস নেই, তবু যেন দেখ্‌লুম অদ্ভুত,
উড়্‌ছে হাল্কা চুল, উড়্‌ছে হাওয়ার মতো, আব্‌ছা।
যদিও জোছনা নেই তবু যেন দেখ্‌লুম অদ্ভুত,
পাপ্‌ড়ির মতো তার চোখের পলক নত, আব্‌ছা।
নিঃঝুম জটবাঁধা অশথের ঝোপের ছায়ায়
ওড়্‌নার মতো তার মুখখানি অর্ধেক ঢাকা,
দেখেছি অলক তার, দেখেছি পলক তার, আর
দেখেছি শরীর তার বাঁকা।

কাল্‌কে আব্‌ছা রাতে দেখেছি অদ্ভুত সহরতলীতে,
বিছানায় শুয়ে তাই ঘুম নাই চোখে এতটুক;
যদিও ছিলো না হাওয়া, যদিও ওঠেনি চাঁদ কাল,
যদিও দেখি নি তার মুখ॥

২০ এপ্রিল ১৯৩০

BANGLADARSHAN.COM

মালতী

চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রি; মালতীর দ্বারতটে আজ
ফুটিয়াছে পুঞ্জে-পুঞ্জে জবা আর মদালসা হেনা!
নয়নে কাজল তার, বুকে তার বাসরের সাজ;
মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
হৃদয়ের পান্থশালে যার সনে সব চেয়ে চেনা,
কালি যে কয়েছে রাত্রে, 'প্রিয়ে লতা, অপরূপ তুমি',
আজি চৈত্র-পূর্ণিমায় আসিবে সে, হৃদয়ের দেনা
নিঃশেষে শুধিয়ে যাবে আলিঙ্গিয়া, রক্তাধর চুমি';–
কালি রাত্রে কানে-কানে কয়ে গেছে আসিবে সে;
জানে তাহা মুগ্ধা মর্ত্যভূমি!

আজি চৈত্র-পূর্ণিমায় মালতী দুলালো হীরা-দুল্,
সিন্দূর-বিন্দুর 'পরে সাজাইল সোনালিয়া টিপ্,
অলক দুলায়ে দিল, খোঁপায় গুঁজিল লাল ফুল,
সোনার প্রদীপ-ভাণ্ডে গন্ধতেলে জ্বালিল প্রদীপ।
চন্দন-অঙ্কনে স্নিগ্ধ স্তনযুগ–বিকশিত নীপ–
অতিসূক্ষ্ম হেমাঙ্কিত কাঁচুলিতে আবরিল সুখে,
দর্পণে হেরিল ছায়া বারম্বার, দেহ-মোহ-দ্বীপ
বিমুগ্ধা ধরণী-বক্ষে বিরচিল অসীম কৌতুকে,
অপরূপ মালতী সে–অধরে অমৃত তার, চুম্বন-কামনা তার বুকে।

চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শিল সে আপন অধর,
এইখানে চুমিবে সে–মালতী কাঁপিল সুখ-লাজে।
মালতী স্পর্শিল বক্ষে, স্থাপি সেথা আপনার কর,
হাসিয়া রাঙিল আর কহিল, 'এখনো এলো না যে!'
অগুরু-গুগ্‌গুল-গন্ধে বিথারিয়া দিল গৃহমাঝে
সুরভির স্রোতস্বিনী; আরবার দর্পণে নেহারি'
ভাবিল সে, 'হেন রূপ এখনো সে নেহারিল না যে,
কালি যে কয়েছে, তুমি অপরূপ!' কুন্তল বিস্তারি'

BANGLADARSHAN.COM

সৌরভ-মন্থর বায়ে, মালতী ভাবিল মনে;
মালতী সে রূপক্লিষ্টা নারী।

প্রহর কাটিয়া গেছে। গেছে, তবু এখনো আকাশে
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ তেমনি উজ্জ্বল মদালস,
এখন না জানি কোন্ অর্ধস্ফুট কোরক বিকাশে,
সৌরভ-আশ্লেষে যার দেহ হল মদির অবশ।
আজিকে রজনীব্যাপী গোধূলি-লগ্নের মধুরস
আকাশে ক্ষরিবে; আজি মধুরাত্রি না হইতে শেষ
অধরে লভিতে হবে তপ্ত তার অধর-পরশ;
রূপসী মালতী তাই ধরিয়াছে অপরূপ বেশ।
মালতীর রক্তাধরে সহস্র চুম্বন কাঁপে, বুকে দোলে অনন্ত আশ্লেষ।

মালতীর গৃহাঙ্গনে পুঞ্জে-পুঞ্জে ফুটেছে চম্পক,
অনিন্দ্যা রজনীগন্ধা আর সন্ধ্যামালতীর ফুল,
ফুটিয়াছে রক্তাশোক লতার চরণ-অলক্তক;
জ্যোৎস্না-বর্ণা মালতীর দেহ আজ সৌরভে আকুল,
বিস্রস্ত বায়ুর স্রোতে লক্ষ পরী এলায়েছে চুল,
স্ফুরিতেছে বাম আঁখি তাহাদের ডানার বাতাসে,
আননে লাগিছে এসে পরীদের শিথিল দুকূল,
ঝরিছে শিশির-বিন্দু তাহাদের অতিলঘু শ্বাসে।
মালতীর গৃহোদ্যানে সুপারির দীর্ঘ ছায়া ধীরে খর্বতর হয়ে আসে।

হেন চৈত্র-চন্দ্রিকায় আলোকের আবরণ-তলে
কুরূপা কোথায় কাঁদে কে জানে তা, কে করে সন্ধান?
হেন মধুময় রাত্রে কত দুঃখ নামিল ভূতলে
কে তাহা গুণিবে আজ, কে শুনিবে পাতা-ঝরা গান?
রূপসী মালতী আজ সব রূপ করেছে আহ্বান
আপনার দেহ-গেহে; আজি রাত্রি শেষ নাহি হ'তে
বিশ্বের সে শ্রেষ্ঠ রূপে বিনিঃশেষে করিবে সে দান
রূপহীন পুরুষের রূপমুগ্ধ যৌবনের স্রোতে:
মায়া-লতা মালতী সে, তনুতে অমৃত যার, মৃত্যু যার নয়ন-আলোতে

BANGLADARSHAN.COM

রূপক্লান্তা মালতী এ-রূপভার বহিবে কেমনে?
আকাশ প্লাবিয়া গেল, ধরণী মূর্ছিতা মোহাবেশে
সপ্তঋষি স্পন্দহীন দীপ্তির নিগূঢ় আবরণে,
অনন্ত আঁধার দোলে মালতীর মধুলিহ-কেশে।
অঙ্গের মাধুরী-মোহ আপনার অসহ আবেশে
মদ্য-নেশা উৎসারিছে নিঃশ্বাসের পুষ্প-বায়ু-সাথে,
আজিকে ভরিতে হ'বে এই তনু চুম্বনে-আশ্লেষে,
রূপসী মালতী তাই সাজিয়াছে আজি চৈত্র-রাতে!
এমন সৌন্দর্য-ভার কেমনে বহিবে একা মালতী এমন পূর্ণিমাতে!

মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না,
রাত্রি-মধুচক্র হ'তে বিন্দু-বিন্দু ক্ষরিছে প্রহর;
হৃদয়ের পান্থশালে যার সনে সব চেয়ে চেনা–
সেই জন হেরিল না মালতীর মধুর অধর।
সে যদি না আসে আজ, মালতীর সৌন্দর্য-লহর
কে হেরিবে? কে কহিবে, 'অপরূপ তুমি, প্রিয়ে লতা?'
সে-জন না আসে যদি, তবে আজ কার বক্ষ-'পর
স্তন-লতা মালতী সে প্রেম-ভরে হবে অবনতা?
সে যদি না আসে আজ, হেন রাত্রে কানে-কানে
কে কহিবে প্রিয় মধু-কথা?

সে যদি না আসে আর আজিকার হেমাঙ্গী নিশিতে,
ষোড়শ-বসন্ত-ঘেরা পূর্ণিমায় পূর্ণিত যৌবন
তথাপি বৃথায় যেতে নাহি দিবে কভু অলখিতে,
রূপমূল্যে লবে পূজা, মালতী করেছে আজ পণ।
চম্পক-সুরভি-দিগ্ধ স্নিগ্ধ রাত্রি করেছে উন্মন,
মালতীর দ্বার-তটে পুঞ্জে-পুঞ্জে বিকশিত হেনা,
আজিকে লভিতে হবে বিমুগ্ধের মধু-আলিঙ্গন,
মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
চুম্বনে-আশ্লেষে আজ নিঃশেষে শুধিতে হবে পঞ্চদশ বসন্তের দেনা।

পলে-পলে কেটে গেল অতিদীর্ঘ অর্ধেক রজনী,
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ এখনো উজ্জ্বল নেশাতুর,

BANGLADARSHAN.COM

আবেগে হয়েছে গাঢ় মালতীর নয়নের মণি,
সৌরভ-আশ্লেষে তার মুগ্ধ দেহ মদির বিধুর।
আজিকে রজনী-ব্যাপী কামনার সুরভি কর্পূর
আকাশে ক্ষরিবে; আজ আসিবে না তাহারা কি কেহ
কামনা করেছে যারা রূপসীর চুম্বন মধুর–
কামনা করেছে যারা রমণীর রমণীয় দেহ?
এমন পূর্ণিমা রাত্রে রূপসী-প্রেয়সী-হীন যাহাদের শূন্যকক্ষ গেহ?

আজিকে এমন রাত্রে হেন নর নাহি কি জগতে,
জীবনে যে লভে নাই রূপসীর সঙ্গসুখ-সুধা?
আর যার কামক্ষুব্ধা অভিশপ্ত যৌবনের স্রোতে
তৃণ-সম ভেসে গেছে রূপময়ী মধুরা বসুধা!
পঞ্জরের প্রান্তে যার উদ্বেলিছে আলিঙ্গন-ক্ষুধা–
তারা কেহ হেরিবে না মালতীর ইন্দুনিভানন?
কেহ ভুঞ্জিবে না তনু-লতা তার–মধুরা মধুদা,
ষোড়শ-বসন্ত-রাত্রি যে-তনুরে করেছে উন্মন?
বৃথা কি কাঁপিবে বক্ষে চুম্বন-বেপথু-মধু–স্তনযুগে উষ্ণ আলিঙ্গন?

BANGLADARSHAN.COM

সৌন্দর্য-কামনা যার, তারি তরে রূপসী মালতী
আপনার দেহ-গেহে সব রূপ করেছে আহ্বান,
ষোড়শ-বসন্তে আর নামিবে না পূর্ণিমার জ্যোতি,
আজি রাত্রে তনু-সুরা নিঃশেষে করিতে হবে পান।
রূপসী মালতী আজ তনুলতা করিবে প্রদান
রূপহীন পুরুষেরে;–আজি রাত্রে তথাপি তথাপি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ ব্যর্থতায় নাহি হবে ম্লান,
অমৃত তুলিতে হবে দেহ মথি' মত্ত রাত্রি যাপি।
মালতীর রক্তাধরে সহস্র চুম্বন দোলে, আলিঙ্গন বক্ষে ওঠে কাঁপি।

উড্ডীন ঋতুর লঘু স্বর্ণ-পর্ণ ভাসিছে হাওয়ায়,
মালতীর উষ্ণশ্বাসে হৈমাকাশে জাগিছে হরষ;
মালতী ভুঞ্জিবে সুখে পুষ্পশয্যা পুষ্পিত নিশায়,
নিবিড় আশ্লেষে তনু করিবে সে শিথিল, অবশ।
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রাত্রে ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ-রস

অনুচ্ছিষ্ট নাহি রবে, মালতী করেছে আজ পণ:
আজি রাত্রি না নিবিতে মালতীর অধর-পরশ
লভিবে সে—কাম যার রূপসীর অধীর যৌবন।
মালতীর ছায়া-চোখে বাসরের স্বপ্ন জাগে, বুকে কাঁপে ছায়া-আলিঙ্গন।

মদির হেনার গন্ধে ক্লান্ত রাত্রি ধীরে ঢলে পড়ে;
তথাপি পূর্ণিমা-চাঁদ রাত্রিশেষে তেমনি উজ্জ্বল।
প্রদীপ নিবিয়া গেছে,—যায় যাক্, নিশীথ-বাসরে
চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রে পুষ্প-শেজে প্রদীপে কী ফল?
কুন্তল-কুসুম হতে ঝরে গেছে দু'টি রক্ত-দল,
বিমুগ্ধ পুরুষ আসি' তুলে লবে, হায় মুগ্ধ প্রিয়!
চোখে যদি নিদ্রা আসে, মোছে যদি চোখের কাজল,
স্বপ্নে যদি ম্লান হয় এণাক্ষীর কটাক্ষ-অমিয়
এমন মধুর রাত্রে, রূপমুগ্ধ হে কুমার, অপরূপ নারীরে ক্ষমিয়ো

মালতীর মায়াগৃহে চূত-শাখে ফুটেছে মঞ্জরী,
দ্রাক্ষার স্তবক-সম ফলিয়াছে স্বর্ণাভ খর্জ্জুর
উদ্যানে ক্ষরিছে মধু পুষ্প হ'তে বিন্দু-বিন্দু করি',
তনুমধ্যা মালতীর দেহ আজ সৌরভে বিধুর।
মালতীর জীবনের শ্রেষ্ঠরাত্রি হয়েছে আতুর
একটি চুম্বন-তরে, একটি গভীর আলিঙ্গন,
নিটোল যৌবন তার রূপ-মদ্যে আজি ভরপূর;
আকাশে ও জ্যোৎস্না নয়, মালতীর সোনার স্বপন।
মালতী শুনেছে বাণী, আসিবে আজিকে রাত্রে তার জীবনের শুভক্ষণ

এখনো আকাশে আছে মধুরাত্রি; মালতীর চোখে
শঙ্কিত চুমার মত শ্লথ নিদ্রা নেমে আসে ধীরে,
এলায়ে পড়িতে চায় উষ্ণ তনু মদির আলোকে,
বাসরের হৈম স্বপ্ন বাসা বাঁধে নয়নের নীড়ে।
নিদ্রার আশ্লেষে বাহু শ্লথ হয়, তনুলতা ঘিরে',
নেশায় নিঃশ্বসি' ওঠে পুঞ্জে-পুঞ্জে মদালসা হেনা,
ষোড়শ-বসন্ত-দিগ্ধ স্নিগ্ধ তার যৌবনের তীরে

BANGLADARSHAN.COM

মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
আজিকার মধুরাত্রে বিনিঃশেষে শুধিবে সে পঞ্চদশ বসন্তের দেনা।

গভীর আশ্লেষ-সম মালতীর সর্ব-অঙ্গ ভরি'
গাঢ় নিদ্রা নেমে আসে, তনুলতা শিথিল, মদির,
অর্ধ-নিমীলিত চোখে ম্লান হয় মধুরা শর্বরী,
আসন্ন মিলন-আশে বক্ষ তবু আকুল অধীর।
রূপসী মালতীলতা আপনার তনু-ব্রততীর
শিথিল অস্পষ্ট ছায়া আরবার হেরিল দর্পণে,
কহিল সে, 'না নিবিতে আজিকার মধু-রজনীর
হেমালোক—আসিবে সে, বক্ষ যার কাঁপে আলিঙ্গনে',
মালতী কহিল ধীরে: 'আজি রাত্রে আসিবে সে,
আমি যবে রহিব স্বপনে।'

লেগেছে লতার চোখে স্বপনের শিরীষ-পরাগ,
সজল নয়নে তাই পুষ্প-পুঞ্জ ছায়া হয়ে দোলে,
বাতাসে ভাসিয়া আসে পথিকের দূর-অনুরাগ,
মূকুরের প্রতিবিম্ব মিশে যায় চোখের কাজলে।
অর্ধ-হেমালোকে আর অর্ধ-স্বচ্ছ স্বপনের কোলে
মিশে যায় বুভুক্ষিত তনু-সনে হেমাঙ্গী রজনী,
বক্ষে আলিঙ্গন যার, কামনা যাহার মর্ম-তলে
মালতীর দেহ-তরে উষ্ণ হিয়া সে দেবে নিছনি।
আজি রাত্রি না নিবিতে মালতী লভিবে বক্ষে বিমুগ্ধের মত্ত বক্ষধ্বনি।

লতার মদির চক্ষে নিদ্রা-ছায়া গাঢ় হয়ে আসে,
শয্যার মালিকা যেন সর্প-সম মোহ বিচ্ছুরিছে,
আসিবে যে তারি তরে কামনার অলস-বিলাসে
দেহ হ'ল নিদ্রাতুর, বায়ু-সনে স্বপন ক্ষরিছে।
এখনো পূর্ণিমা-চাঁদ মদক্ষরা, সে-আলোর নিচে
রূপসী মালতী-তরে না জানি কে আসে পথ বাহি',
না জানি সে-মোহদীপ্ত নয়নের গাঢ়তার পিছে
অশান্ত কামনা কত উদ্বেলিছে মালতীরে চাহি!
সার্থক করিবে লতা অপরূপ রূপ তার সেই কামনায় অবগাহি।

BANGLADARSHAN.COM

মালতীর ছায়া-চোখে ধীরে-ধীরে নিবে আসে আলো,
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ তথাপি মদির মদালস,
মালতীর আঁখি হ'তে পুঞ্জ-পুঞ্জ কুসুম মিলালো,
মৃত্যুর মোহন স্পর্শে তনু তার শিথিল অবশ।
জ্যোৎস্না-সিক্ত হৈমাকাশে নিবে আসে চৈত্র-মধুরস,
তথাপি এ আজিকার মধুরাত্রি না হইতে শেষ,
অধরে লভিতে হবে বিমুগ্ধের অধর-পরশ,
রূপসী মালতী তাই ধরিয়াছে অপরূপ বেশ,
অপরূপ মালতী সে—অধরে চুম্বন যার, বক্ষে যার অনন্ত আশ্লেষ

রজনী সে মালতীর রূপ-ভার বহিবে কেমনে?
আকাশ প্লাবিয়া গেল, ধরণী মূর্চ্ছিতা মোহাবেশে,
অস্তগামী হৈম চাঁদ স্পন্দহীন দিগন্ত-গগনে,
অনন্ত আঁধার কাঁপে মালতীর মধুলিহ-কেশে।
অঙ্গের মাধুরী-মোহ আপনার অসহ আবেশে
মদ্য-নেশা উৎসারিছে এ-বিশ্বের পুষ্প-বায়ু-সাথে,
মালতীর তনু পূর্ণ মরণের মদির আশ্লেষে,
বাসরের সাজ তার তনু ঘেরি' আজি চৈত্র-রাতে।
রূপসী মালতী কভু ব্যর্থ রাত্রি যাপিবে না এমন মধুর পূর্ণিমাতে॥

২৩ বৈশাখ ১৩৩৫

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥